যুগান্তর

তারিখ ... 19 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ২ ...

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

আক্রান্ত শিক্ষক আক্রান্ত শিক্ষা

আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী একজন শিক্ষককে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ? আর সংসদ সদস্য শিক্ষককে কান ধরে 'ওঠবস' করিয়ে তার জীবন রক্ষা করেন! 'জীবন রক্ষার' মতো এমন 'মহান' কাজটির জন্য সংসদ সদস্যকে ধন্যবাদ দেয়ার কোনো ভাষা আমাদের জানা নেই!!

এরই মধ্যে প্রধান শিক্ষক শ্যামল ভক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার ওপর নির্যাতনের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, স্কুল পরিচালনা কমিটির বিরোধের জের হিসেবে তার বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রী বিব্রত হয়েছেন। আইনমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি ভোগ করার হুশিয়ারিও দেন আইনমন্ত্রী। কয়েকজন মন্ত্রীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পরও কীভাবে লাঞ্ছিত শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করার নোটিশ দেয়া হয়, তা আমাদের বোধগম্য নয়। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ১৩ তারিখ দেশের বাইরে গেলেও ১৬ তারিখের স্বাক্ষরে শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয় কীভাবে— তা নিয়েও একটি ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। সবকিছু মিলে যথেষ্ট নাটকীয়তা ও পরিচালনা পর্ষদের তথাকথিত ক্ষমতার গন্ধ পাওয়া যায়।

লাঞ্ছিত প্রধান শিক্ষক ও তার পরিবার আবারও লাঞ্ছিত হওয়ার আশংকা করছেন। শিক্ষকের স্ত্রী সবিতা হালদার বলছেন, তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় আছেন। এও বলেন, 'তারা এমনভাবে গুজব রটিয়েছে, আমরা আবারও এবং পারস্পরিক কাদা-ছোড়াছুড়িতে যখন গোটা জাতি মেতে উঠেছে ঠিক সময়ে প্রায়ই শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে। কঠোরভাবে এমন প্রবণতা বন্ধ করতে না পারলে তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। এর প্রভাবে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে স্বাধীন পাঠদানের আস্থা হারিয়ে ফেলবেন। নিজেকে অসম্মানিত বোধ করতে থাকবেন।' শিক্ষক লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে গোটা জাতি সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে। এ সোচ্চার বার্তায় সবার অংশগ্রহণই একটি বড় ধরনের প্রতিবাদের সৃষ্টি করতে পারে যা ভবিষ্যতে এমন কর্মকাণ্ডকে নিঃসন্দেহে নিরুৎসাহিত করবে।

জাতীয় রাজনীতিতে দুষ্কৃতি অনুপ্রবেশের ফলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতেও তার প্রভাব পড়ছে যা প্রায়ই শিক্ষকের মর্যাদা ও সম্মানকে ধূলিসাৎ করছে। শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনাকে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরে মোকাবেলা করার সময় এসেছে। তা নাহলে ক্রমেই গোটা শিক্ষার পরিবেশই লাঞ্ছিত হতে থাকবে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় নারায়ণগঞ্জের প্রধান শিক্ষক লাঞ্ছনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত কঠোর শাস্তির আওতায় আনা দরকার। তা নাহলে দেশের সর্বস্তরের শিক্ষাব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

লেখক : *ড. সুলতান মাহমুদ রানা, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*
sultanmahmud.rana@gmail.com